সংস্কৃতি (Culture)

Introduction (ভূমিকা): সংস্কৃতি হল একটি বাংলা শব্দ, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার (culture)। ইংরেজি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'colere' থেকে যার মানে কর্ষণ করা। তাই সংস্কৃতি বা কালচার হল কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়।1922 সালে প্রথম বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। অতএব ব্যুৎপত্তিগত ভাবে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। সুতরাং এই অর্থে সংস্কৃতি হলো ব্যক্তি, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচারবুদ্ধি, আচার-আচরণ অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভৃতির মার্জিত রূপ।

কোন স্থানে মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় তাকে আমরা সংস্কৃতি হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। পৃথিবীতে মানুষ হল একমাত্র সংস্কৃতিবান প্রাণী এবং মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি ভৌগলিক, সামাজিক, জৈবিক, নানান বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি কখনো কখনো আরোপিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় আবার তা কখনো অর্জিত বিষয়। তবে আমরা বলতে পারি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় হলো সংস্কৃতি।

Definition of Culture (সংস্কৃতির সংজ্ঞা):

1. এডওয়ার্ড টেলর সর্বপ্রথম সংস্কৃতির ক্লাসিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তাঁর মতে সংস্কৃতি হল সেই জটিল সমগ্র যার মধ্যে সমাজের সদস্য রূপে মানুষের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সকল প্রকার সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত।

2. অধ্যাপক ম্যালিনস্কির মতে সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছু যেমন যন্ত্রপাতি, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ও শিল্প প্রকরণ।

3. বিডনির মতে সংস্কৃতি হল কৃষি কাজের পদ্ধতি ও প্রকরণ শিল্পের উৎপাদন, সামাজিক সংগঠন, এবং মানসিক প্রকরণের সমন্বয়। তিনি বলতে চেয়েছেন যে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, চালচলন, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, ধর্মীয় আচরণ, নাচ, গান, শিল্পকলা সব কিছু নিদর্শন নিয়ে গড়ে ওঠে একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

4. হার্সকভিটিসের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে উপযুক্তভাবে তৈরি মানুষের সবকিছুই হল সংস্কৃতি।

উপরোক্ত সমস্ত সংজ্ঞা এবং ধারণার সমন্বয়ে আমরা সরলীকৃত ভাবে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা প্রদান করতে পারি, এবং তা হল- সংস্কৃতি হল মানবিক সাফল্যের সমগ্রতা যা সমস্ত মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার,এবং এর ধারা যোগাযোগ ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলে।

Characteristics of culture (সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য): সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে-

1) গতিশীলতা: কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি স্থিতিশীল বিষয় নয়, এটি একটি গতিশীল বিষয় যা খুব সহজে পরিবর্তিত হয় তবে এই পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘটে থাকে।
2) ধারাবাহিক ও সুসংহতঃ অধিকাংশ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার প্রবণতা দেখা যায়, একইভাবে সংস্কৃতি একটি সুসংহত বিষয়, এর বিভিন্ন উপাদান গুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। সমাজের মূল্যবোধ এবং অন্যান্য নিয়ম-কানুনের সঙ্গে এই উপাদানগুলি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।
3) অখণ্ডতাঃ সাংস্কৃতিক উপাদান গুলি পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট বিশুদ্ধ ও অখন্ড।
4) আদর্শ ধারণা প্রদানঃ একটি আদর্শ সংস্কৃতির উপস্থিতি আদর্শ সমাজে চিত্র তুলে ধরে।

5) উপযোগী করন যোগ্যঃ সংস্কৃতি সমাজিক বাসনা চরিতার্থ করে, সমাজের শারীরবৃত্তীয় এবং মনোবিদ্যাগত উভয় চাহিদা পূরণে সংস্কৃতি সহায়ক সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সংস্কৃতি অবশ্যই সমাজের পরিবেশের সাথে উপযোগী একটি বিষয়।

6) সামাজিক উপাদানঃ সংস্কৃতি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ফলেই সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন এর মাধ্যমে উন্নত এবং বিকশিত সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে।

7) সংবেদনশীলতাঃ সংস্কৃতি সংবেদনশিল প্রকৃতি, স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির অবস্থা পরিবর্তিত হয়।

8) আদর্শঃ পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে সমস্ত সমাজে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ বলে মনে করা হয় এবং সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করা হয়।

9) প্রবাহঃ সংস্কৃতি একটি প্রজন্ম বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, এটি এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্ম , এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মধ্যে প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

Component of Culture (সংস্কৃতির উপাদান): মানবীয় ভূগোলবিদ এইচ এম জণসন এবং মেটা স্পেনসার সংস্কৃতির উপাদান গুলি কে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন- 1. Cognitive Element বা জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপাদান 2. বিশ্বাস (Belive) 3. ভাষা (language) 4. নিয়ম নীতি (Norms) 5. অনুমোদন (Sanction) 6. মূল্যবোধ (Values) 7. লোকাচার (Folkways) 8. লোকনীতি (Mores) 9. আইন (Laws) 10. প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) প্রভৃতি।

Classification of Culture (সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ): মানবীয় ভূগোলবিদরা মানুষের কর্ম ধারাকে সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট হিসাবে আলোচনা করে থাকেন। এই কর্মধারা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন, সেই কারণেই পরিবেশ ভিত্তিক বাসস্থানকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি কে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক) আদিবাসী সংস্কৃতি (Folk Cultutre): আদিবাসীদের জীবনধারা কে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি জন্ম নেয় তাকে আদিবাসী সংস্কৃতি বলে। এর মধ্যে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রায় পরিবেশের প্রভাব, সেই সঙ্গে তাদের অর্থনীতি কর্মধারা, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি বিষয় গুলি আলোচিত হয়ে থাকে।

খ) গ্রাম্য সংস্কৃতি (Rural Cultutre): সাধারণত কৃষিজীবী মানুষদের বাসস্থান গ্রাম হিসাবে পরিগণিত হয়, সেই সমস্ত কৃষিজীবীদের কর্মধারা, বাসস্থান, ধ্যান- ধারণা, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রাম্য সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি অপেক্ষা জটিল হলেও এতে সারল্য পরিলক্ষিত হয়। সারা ভারতবর্ষে এই সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত।

গ) নগর সংস্কৃতি (Urban Culture): বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা এক মিশ্র ও জটিল প্রকৃতির সংস্কৃতি হল নগর সংস্কৃতি। এখানেই প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জীবনধারা আচার-আচরণ রীতিনীতি রক্ষা করে চলেন।

Counter Culture (অপসংস্কৃতি): 1960 এর দশকে বিজ্ঞানী থিওডোর রোজাক সর্বপ্রথম অপসংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় অপসংস্কৃতি ঠিক তার বিপরীত অবস্থা।

Definition (অপসংস্কৃতি সংজ্ঞা): যে সংস্কৃতি মানুষের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে মানুষের জীবনকে কলুষিত করে তাকে অপসংস্কৃতি বলে, অন্যভাবে বলা যায় সংস্কৃতির বিকৃত রূপে উপস্থাপন হল অপসংস্কৃতি।

Characteristics (বৈশিষ্ট্য):

1. সংস্কৃতির অপপ্রয়োগের ফল স্বরূপ সৃষ্টি হয় অপসংস্কৃতি।

2. অপসংস্কৃতি মানুষের রুচি পোশাক চিন্তা মূল্যবোধ সংক্রমিত করে।

3. ব্যাক্তি এবং সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে।

4. অত্যন্ত আধুনিকতা এবং উগ্রবাদিতা সমাজে অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে।

5. অপসংস্কৃতি একটি সমাজের তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

Cultural Conflict (সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব): সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের এক অপরিহার্য উপাদান। সর্বদাই পরিবর্তনশীল, যখন ব্যক্তিগত, দলগত, ধর্মীয় কারণে সমাজ একজন আরেকজনের ওপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করে তখনই দেখা যায় সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যেকোনো সামাজিক গোষ্ঠী যখন তার পুরাতন সাংস্কৃতিক প্রথাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে না তখনই সাস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।

Causes (কারণ): 1. সামাজিক পরিবর্তন 2. সাংস্কৃতিক ভিন্নতা 3. পৃথকীকরণ 4. সামাজিক শ্রেণীকরণ 5. বর্ণ বৈষম্য 6. আদর্শগত পার্থক্য 7. সাংস্কৃতিক শূন্যতা

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট সমস্যা: 1. সামাজিক ভাঙ্গন 2. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব 3. শ্রেণী বৈষম্য 4. জীবনযাত্রার মান এর অবনতি 5. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 6. সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি 7. উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস 8. ঐক্যবদ্ধতা হ্রাস 9. ভারসাম্যহীনতা 10. পারিবারিক ভাঙ্গন।